বাংলার বুকে বোমাঃ ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে
ই-ফোরাম গুলি ঐক্যবদ্ধ হোক
-বিপ্লব

ইফোরাম গুলি যখন ত্বাতিক লড়াই লড়ছে, বাংলাদেশ আরেকবার ক্ষত বিক্ষত হল। একই দিনে কোলকাতায় প্রকাশ্যে আল কায়দার পোস্টার পড়েছে।

তিনটি ইফোরাম তিন সুরে বাজছে। মুক্তমোনা মানবিকতাবাদ, ভিন্নমত বাজার অর্থনীতি এবং সদালাপ সদার্থক দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে, যুক্তিবাদের আলো রোশন করছে। হতে পারত এ এক অসাধারণ যুগলবন্দী। না হয়ে মুক্তমনা এবং ভিন্নমত একে অপরকে আক্রমন করেছে।

মানবিকতাবাদ লাগে মানুষের সেবায়। এ হচ্ছে সর্বচ্চ ধর্ম। যুদ্ধে লাগে যোদ্ধার ধর্ম- সেখানে আবার মানবিকতাবাদ বিকল। আবার আবিস্কারে, সমৃদ্ধিতে লাগে পুঁজি। সমাজতান্ত্রিক ভাবনায়, সমাজে অবহেলিত এবং দূর্বলরা ফিরে পায় আত্মবিশ্বাস। স্বজনহারা মানুষের ভরসা-আধ্যাত্মবাদ।

দুর্ভাগ্য আমাদের যে, কেও কেও ভাবছেন শুধু মানবিকতাবাদ বা পুঁজিবাদ দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কুদ্দুস খুব ভালো লেখে-কিন্ত অর্থনীতি আর পরিস ংখ্যানের বাইরে অন্ধ। অনন্ত চৈতন্যর মতন মানবিকতাবাদে বিশ্বাসী-তার ধারনা, মানবিকতা বা যুক্তিবাদ দিয়ে সব সমাধান হবে। আল কায়দা মানবিকতা এবং যুক্তিবাদ দিয়ে ধ্বংস করা যাবে! এ সবই ধারনা, একটু চোখ খুললেই দেখা যাবে, আমরা সবাই কখনো মানবিকতাবাদী, কখনো পুঁজিবাদী (এমন কেও আছে বাজারে দর দাম করে না?), কখনো সমাজতন্ত্রী। গভীর শোকে আধ্যাত্মবাদী। আবার মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক। সমাজে সব 'ভাব' ই দরকার।

মৌলবাদীরা যখন সমগ্রদেশ এবং রাজনীতির দখল নেবে, তখন কিন্ত অস্ত্র ছারা কাজ হবে না।

আসুন বন্ধুরা বিভেদ ভুলে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে এক হই। আমরা মারামারি করে দূর্বল হলে, সেই সুযোগও আসবে না।

আসুন আমরা সবাই বহুত্ববাদের সৈনিক হই। যুদ্ধ আসন্ন।